গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
গণভবন কমপ্লেক্স
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
www.mod.gov.bd

নম্বর ২৩.০০.০০০০.১১০.২৭.০৬২.১৬(অংশ ১).

তারিখ: ১৮ আষাঢ় ১৪২৬/০২ জুলাই ২০১৯

বিষয় : প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (NIS Work Plan) এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার চতুর্থ প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত 'নৈতিকতা কমিটি'র সভার কার্যবিবরণ।

সভার সভাপতি	:	জনাব আখতার হোসেন ভূইয়া সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ ও সময়	:	০২ জুলাই ২০১৯, সকাল ১১.০০ টা ।
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
সভার উপস্থিতির তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক'।

সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়সমূহ সঠিকভাবে শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে কিনা তা দেখা নৈতিকতা কমিটির দায়িত্ব। সে কারণে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির আজকের সভার আলোচ্যসূচী হচ্ছে: (ক) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯-এর চতুর্থ প্রান্তিকের (এপ্রিল-জুন) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং (খ) ২০১৯-২০২০ সালের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন।

২. অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে কমিটির সদস্য সচিব এবং শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের ফোকাল পয়েন্ট যুগ্মসচিব আফিয়া খাতুন সভাকে অবহিত করেন যে, সরকার ২০১২ সাল থেকে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করছে। প্রতিবছর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়। সে ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্যও নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে, যার খসড়া গত ২৪ জুন ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নিরীক্ষা করে দেয়া হয়েছে। এখন নৈতিকতা কমিটির সভায় উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত হলে ২০১৯-২০২০ এর চূড়ান্ত কর্মপরিকল্পনা আগামী ০৩ জুলাই ২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোডকরণসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৩. সভাপতি বলেন, গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ৪র্থ প্রান্তিকের (এপ্রিল-জুন) অগ্রগতি নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনের পর ১৫ জুলাই ২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। তিনি উক্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য পূর্বতন ফোকাল পয়েন্ট অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ সফিকুল আহম্মদকে অনুরোধ করেন। জনাব মোঃ সফিকুল আহম্মদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের চতুর্থ প্রান্তিকের (এপ্রিল-জুন) বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনুচ্ছেদ ওয়ারী সভায় উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ৪র্থ প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

৪. অতঃপর নৈতিকতা কমিটির সদস্য সচিব এবং বর্তমান ফোকাল পয়েন্ট প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুচ্ছেদ ওয়ারী সভায় উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

৫. তিনি সভাকে আরও অবহিত করেন যে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার চতুর্থ প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ১৫ জুলাই ২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ০৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিতব্য সভায় উপস্থাপনপূর্বক নিরীক্ষা করে নিতে হবে। যা ১০ জুলাই ২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করার বাধ্য বাধকতা রয়েছে।

৬. বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৬.১ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা যেতে পারে;

৬.২ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার চতুর্থ প্রান্তিকের (এপ্রিল-জুন/২০১৯) বাস্তবায়ন অগ্রগতি নির্ধারিত ছক অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা যেতে পারে;

৭. সবশেষে সভাপতি বলেন, শুদ্ধাচার শুধু 'ছক' বা নির্দেশিকা অনুযায়ী কাগজে কলমে বাস্তবায়ন করাই যথেষ্ট নয়। শুদ্ধাচার থাকতে হবে প্রত্যেকের দায়িত্ব পালনের মধ্যে। প্রত্যেক সরকারি কর্মচারী যদি যার যার নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেন সেটাই হবে শুদ্ধাচার এবং দেশপ্রেম। এ বিষয়ে সকলকে আন্তরিকভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

৮. সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৬/৭/২০১৯

(আখতার হোসেন ভূইয়া)
সচিব
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়